তারকেশ্বরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মাথা ফাটল পঞ্চায়েত সদস্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বরঃ শুক্রবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে হুগলির তারকেশ্বর থানার রামনগর পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজে নাম বাদ যাওয়া কর্মীরা কাজের দাবিতে তারকেশ্বর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী বিবাদে জড়িয়ে সংবাদ শিরোনামে এসেছে তারকেশ্বর। রামনগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধুবাগান এলাকায় ১০০ দিনের কাজ থেকে নাম বাদ পড়া ৪৫জন শ্রমিক কাজ না পেয়ে স্থানীয় সদস্যকে নিয়ে তারকেশ্বর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান এবং বিডিও, এসডিও, ডিএমকে লিখিত অভিযোগ জানান। ওই এলাকার সদস্য আঙ্গনা প্রতিহার বলেন, স্বপন সামন্ত গোষ্ঠীর লোকজন পুরানো জব কার্ডের কর্মীদের কাজ থেকে বাদ দিয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পে ডাকা হচ্ছে না স্থানীয় সদস্যকে। প্রধান, উপপ্রধান, বিডিওকে জানিয়েও কোনও ফল হচ্ছে না। কাজ না পেয়ে অনাহারে পড়তে পারেন এই মানুষগুলো। বাম আমল থেকেই এই মানুষগুলো ১০০ দিনের কাজ করে আসছেন। স্বপন সামন্ত গোষ্ঠীর অনুগামীরা এদের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে। তৃণমূলের প্রতীক চিহ্নে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করলেও এলাকায় নির্দলে দাঁড়ানো পরাজিত প্রার্থীকে সামনে রেখে এলাকার কাজ করছে স্বপন সামন্ত গোষ্ঠী। উত্তম কুণ্ডু গোষ্ঠীর অনুগামী হওয়ার জন্য আমাকে ডাকা হচ্ছে না কোনও কাজে। অপর দিকে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে মাথা ফাটল পঞ্চায়েত সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে বালিগোড়ি ২নং পঞ্চায়েত এলাকার বল্লভীপুর মনোহরপুর এলাকায়। আহত পঞ্চায়েত সদস্যের নাম বিকাশ প্রধান। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ প্রধান বাড়ি বাড়ি গ্যাস ডেলিভারির কাজ করে ফেরার পথে শুক্রবার সকালে রাস্তার মধ্যে কুরবান আলি, সিদ্দিক আলি, গোপাল প্রধান তাঁর পথ আটকায় এবং বলতে থাকে, জব কার্ডের কাজ আমরা করব। এই নিয়ে বচসা চলাকালীন ভারী কোনও বস্তু দিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যের মাথায় আঘাত করে কুরবান আলি। ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত কয়েক হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তারা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে ৭টি সেলাই পড়ে মাথায়। এবিষয়ে তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আহত সদস্য বিকাশ প্রধান। তারকেশ্বর পঞ্চায়েতগুলি ও পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে আগামী দিন সাধারণ মানুষ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অধিবাসীরা।

চলে গেলেন জেলখাটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পুজোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ প্রয়াত হলেন হুগলির আরামবাগের হরাদিত্য পল্লী সংস্কার সমিতির শহিদ মুক্ত মঞ্চের দুর্গাপুজোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বিভূতিভূষণ রায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি তাঁর নিজের বাড়ি আরামবাগের হরাদিত্য গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী ছাড়াও ৭ মেয়ে, ৩ ছেলে ও নাতি নাতিনীদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, বিভূতিভূষণবাবু আদি কংগ্রেসী ঘরানার মানুষ। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন উভয়েরই ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। একসময় তিনি জাতীয় কংগ্রেসের হুগলি জেলা সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। এমনকি হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য হিসাবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর হরাদিত্য গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মিলে প্রথম যে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন সেই আয়োজন কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন বিভূতিভূষণবাবু। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর ওই পুজোকে ঘিরে সেই সময় বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে এলাকার মানুষ আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ হাজির হয়েছিলেন। সেদিনের পুজোয় এখনকার মতো আড়ম্বর ছিল না ঠিকই। কিন্তু তালপাতার ছাউনি ও পাটকাঠি দিয়ে ঘেরা সেই পুজো মণ্ডপের আকর্ষণেই দলে দলে মানুষ ছুটে গিয়েছিলেন। ওই পুজোয় দেশাত্মবোধক গানে দেবীবন্দনা শুরু হয়েছিল। পুরশুড়া, খানাকুল, গোঘাট ও আরামবাগের ৫০জন জেলা খাটা স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে বিভূতিভূষণবাবু এই পুজো কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। দীর্ঘদিন তিনি স্থানীয় ছাদ্রা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। সোমবার তাঁর মরদেহ ওই স্কুলেও নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। তার আগে এদিন তাঁর বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন আরামবাগের বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী প্রমুখ। দীর্ঘদিন ধরেই বিভূতিভূষণবাবু স্বাধীনতার পর প্রথম পুজোর স্মৃতি সকলের কাছে ভাগ করে নিতেন। সেই কথা শুনতে সাধারণ মানুষ থেকে মিডিয়ার মানুষজন প্রতিবছর পুজোর আগে তাঁর কাছে হাজির হতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই পুজোর শুরুতেই চলে গেলেন তিনি। তিনি জন্মেছিলেন ১৯২৫ সালের ১০অক্টোবর। আর চলে গেলেন ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর। তাঁর এই মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যেও হতাশার ছায়া। পুজো কমিটির সদস্য বিনয় পাল জানালেন, ওনার মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত শোকাহত। ওনার মতো একজন সমৃদ্ধ মানুষ চলে যাওয়ায় আমরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।

ভান্ডারহাটির চৌধুরী বাড়ির পুজো সাড়ে ৪০০ বছরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলিঃ হুগলির ভান্ডারহাটী গ্রামের চৌধুরীবাড়ির পুজো বর্তমানে চৌধুরীপাড়ার সকলের পুজোয় পরিণত হয়েছে। প্রায় সাড়ে ৪০০ বছর আগে চৌধুরী পরিবারেরই পূর্বপুরুষ এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। বর্তমানে এই পুজোকে কেন্দ্র করে চৌধুরীপাড়া যেন এক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে ওঠে। চৌধুরী পরিবারেরই সদস্য রজত চৌধুরী জানান, সাড়ে ৪০০ বছর আগে এই পুজোর প্রচলন হলেও দাদু অতুলচন্দ্র চৌধুরীর সময় থেকে পুজোর পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত লাভ করে। সেই সময় ডকে তাঁদের ব্যবসার রমরমা। গ্রামে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে ঠাকুর দালানে পুজোর আয়োজন করা হয়। এতে জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সকলের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই পরিবারের। রজতবাবু জানান, জন্মাষ্টমীতে প্রতিমায় মাটি দেওয়া হয়। আগে এখানে মা দশভূজা রূপে পুজিতা হতেন। কোনও কারণে পরবর্তীকালে মায়ের অভয়া মূর্তির পুজোর প্রচলন শুরু হয়। এখানে অসুর অনুপস্থিত। মায়ের দুই হাতে কোনও অস্ত্র থাকে না। মায়ের শান্তশিষ্ট রূপই এখানে পুজিত হয়। এই পুজোর প্রতিমার বিশেষত্ব হল প্রতি বছরের মতো একইরকম দেখতে হবে প্রতিমা। এমনকি মায়ের চোখের অদলবদল করলেও চলবে না। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধনের দিন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। অষ্টমীতে সন্ধিপুজোয় এবং নবমীতে সকালে এখনও পাঁঠা বলির প্রচলন আছে। পুজো উপলক্ষ্যে এই পরিবারের বাইরে থাকা সদস্যরা পুজোর চারদিন বাড়িতে ফিরে আসেন। চৌধুরী পরিবার এবং পাড়ার সকলে মিলে এই পুজোর আয়োজন করেন। এক সময় পুজোর চারদিন বাড়ির নাটমন্দিরে নাটক ও থিয়েটারের আয়োজন করা হতো। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে তা বন্ধ। এখানে দশমীর পরিবর্তে নবমীর রাতে পাড়ার সকল মহিলারা সিঁদুর খেলায় মাতেন। দশমীর সন্ধ্যায় রীতিমতো বাজি পোড়ানোর উৎসব চলে। সারিবদ্ধভাবে হ্যাজাক আলোর মিছিল সহকারে ২৪জন চতুর্দোলায় করে মাকে স্থানীয় তালপুকুরে নিয়ে যান। সেখানে ভান্ডারহাটী গ্রামের আরও চারটি পুজোর প্রতিমা উপস্থিত হওয়ার পরেই বিসর্জন শুরু হয়। অতীতের নিয়ম নীতি মেনে সবার আগে চৌধুরী বাড়ির প্রতিমা বিসর্জনের পর একে একে অন্য প্রতিমা বিসর্জন হয়। তবে চৌধুরী পরিবারের এই পুজো শুধু একটি পরিবারের পুজো নয়। গ্রামের সব মানুষই মনে করেন এটা তাঁদের সকলের নিজের বাড়ির পুজো।

কোন্নগরে দুঃস্থ শিশুদের নতুন পোষাক উপহার

ছেলেমেয়েদের হাতে পোষাক ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক অভিমন্যু প্রসাদ তাঁতি।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগরঃ দুর্গাপুজোর মুখে হুগলির কোন্নগরে দুস্থ শিশুদের বস্ত্র, বইখাতা এবং জ্যামিতি বক্স উপহার দিল একটি স্কুল। কোন্নগরের শাত্নীনগরে সরস্বতী শিক্ষানিকেতন ও নির্মলা হৃদয়ের উদ্যোগে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ৪০জন দুস্থ শিশুকে নতুন পোষাক দেওয়া হয়। তার সঙ্গে আরও ৪০জন শিশুকে বইখাতা এবং জ্যামিতি বক্স দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আচ্ছালাল যাদব, সমাজসেবী অরবিন্দ তাঁতি, কানাইলাল শর্মা, প্রধানশিক্ষক অভিমন্যু প্রসাদ তাঁতিসহ বিশিষ্টজনেরা। সহযোগিতা করেন অজয় শর্মা, সুমিত রাম, সৌরভ চক্রবর্তী, রিঙ্কু চন্দ্রবংশী ও আকৃতি মিশ্র। এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক অভিমন্যু প্রসাদ তাঁতি বলেন, আমরা যেন সবসময় এই কাজ করতে পারি। পুজোর সময় দুস্থ শিশুদের সাহায্য করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আশা করছি সপ্তাহে একবার করে ১০০জন দুস্থ শিশুকে বসে খাওয়ানোর পরিকল্পনা আছে। আগামী জানুয়ারি মাসে ২০০জন দুস্থ শিশুকে ২০টি করে থাতা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। আশা করি, আগামী দিনে সমস্ত মানুষ একইভাবে দুস্থদের জন্য এগিয়ে এসে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করবেন। অন্যদিকে জ্যামিতি বক্স, খাতা এবং নতুন পোষাক পেয়ে শিশুরা খুবই খুশি। কয়েকজন শিশু জানায়, এবছর নতুন জামা প্যান্ট পরে ঠাকুর দেখতে যাব।

প্রশাসনের আশ্বাসে অনশন প্রত্যাহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ আমরণ অনশনের তৃতীয় দিনে অনশন তুলে নিলেন সমাজসেবী সুশীলকুমার জানা ও তাঁর গ্রামের সদস্যরা। শুক্রবার তাঁদের অনশন মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পুরপ্রধান স্বপন নন্দী, কাউন্সিলর প্রদীপ সিংহরায়, আরামবাগ থানা শান্তনু মিত্রসহ সেচদপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁরা আগামী এক বছরের মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদের ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়ার পর তাঁরা অনশন তুলে নেন। এবিষয়ে সুশীলকুমার জানা বলেন, ওনাদের আশ্বাসের উপর আমাদের আস্থা আছে। আশা করি, এবার প্রতিশ্রুতি মতো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ হবে। না হলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। উল্লেখ্য, হুগলির আরামবাগের সালেপুর পশ্চিমপাড়ায় দ্বারকেশ্বরের পাড় ভাঙন প্রতিরোধের দাবি জানিয়ে বুধবার থেকে অনশনে বসেছিলেন সুশীলবাবুসহ ১২জন গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার তাঁদের সঙ্গে আরও ৩০জন মহিলা যোগ দেন। এরপরেই প্রশাসনের আধিকারিকরা তাঁদেরকে বার বার অনশন তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছিলেন।

ধনেখালিতে নিষিদ্ধবাজিসহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধনেখালিঃ দুর্গাপুজোর আগেই অভিযান চালিয়ে ৬৫কেজি নিষিদ্ধবাজি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুকদেব মাজি। বৃহস্পতিবার রাতে হুগলির ধনেখালি থানার অন্তর্গত মির্জানগর এলাকায় নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি করার খবর পায় ধনেখালি থানার পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে থানার ওসি সুদীপ্ত সাধুখাঁ পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ৬৫কেজি নিষিদ্ধ বাজিসহ শুকদেব মাজি নামে এক বাজি বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে। নিষিদ্ধ বাজি তৈরি ও বিক্রির সঙ্গে আর কারা যুক্ত সে বিষয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

চুঁচুড়ার পুজো মণ্ডপে এক টুকরো রাজস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়াঃ হুগলির চুঁচুড়া কারবালা মোড় বিবেকানন্দ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গাপুজোয় এবার দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন এক টুকরো রাজস্থান। এমনই দাবি পুজো কমিটির উদ্যোক্তা ইন্দ্রজিৎ দত্তের। ইন্দ্রজিৎবাবু জানান, এই পুজোর দেখার জন্য এলাকার ও বাইরের মানুষদের মধ্যে একটা আলাদা উন্মাদনা থাকে। পুজোমণ্ডপ নির্মাণ করছেন মেদিনীপুরের মণ্ড পশিল্পীরা। মণ্ডপশিল্পীরা জানান, প্রায় তিন মাস ধরে ৮০ ফুট উচ্চতার এই মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। মণ্ড প নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঁশ,কাঠ, প্লাইয়ের পাশাপাশি ফাইবার গ্লাস ব্যবহার করা হচ্ছে। ইন্দ্রজিৎবাবু জানান, এই পুজো দেখার জন্য এলাকার ও বাইরের মানুষদের মধ্যে একটা আলাদা উন্মাদনা থাকে।

চার পুজোয় মেতে ওঠে কৃষ্ণনগরের ব্যানার্জীপাড়া

পিন্টু সাঁতরা ● আরামবাগ

হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বনেদি বাড়ির পুজো। আবার কোথাও কোথাও সেই পুজো একই জায়গায় একাধিক। এরফলে পুজোর দিনগুলি ওই এলাকা একেবারে উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে। এমনই একটি এলাকা হল আরামবাগের থানাকুলের কৃষ্ণনগরের ব্যানার্জী পাড়া। এখানে খুবই কাছাকাছি চারটি বাড়িতে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। শুধু তাইনয়, এই পুজোগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চারটি পরিবারের প্রতিমাতেই দেবীদুর্গা সপরিবারে থাকেন না। কোথাও তিনি থাকেন পরীদের সঙ্গে নিয়ে, আবার কোথাও সখীদের সঙ্গে নিয়ে। চারটি পুজোতেই দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী। তবে সব পুজোতেই তিনি অসুর নিধনকারী। অর্থাৎ অসুরের উপস্থিতি চারটি পুজোতেই থাকে। এই পুজোগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হল প্রয়াত জয়দেব ব্যানার্জীদের পুজো। বর্তমানে এই পুজোকে ঘিরে পরিবারের বাইরে থাকা সদস্যরা বাড়িতে ফিরে আসেন। পুজোয় পৌরোহিত্য করেন পরিবারেরই সদস্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রামসুন্দর ব্যানার্জী। পরিবারের বর্ষীয়ান সদস্য তথা জয়দেববাবুর স্ত্রী ৬৭ বছর বয়সী চম্পাদেবী জানালেন, তাঁদের পুজো প্রায় সাড়ে ৩০০ বছরের পুরানো। পঞ্চমীর দিন বিল্ববৃক্ষে পুজোর মধ্য দিয়ে বোধন হয়। দশমীর দিন পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুকুরেতে বিসর্জন হয়। এখানে সিংহবাহিনীদেবীর সঙ্গে থাকে কলা বৌ। কোনও সন্তান অর্থাৎ কার্তিক, গণেশ, লক্ষী, সরস্বতী কেউ থাকেন না। আগে পাঁচটি গ্রামের মানুষকে খাওয়ানো হত। কিন্তু কয়েক বছর হল তা বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির নিজস্ব দুর্গা দালানে এই পুজো হয়। অন্যদিকে স্বপন ব্যানার্জীদের পুজো প্রায় ১৫০বছরের বেশি পুরানো। এই পুজো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরিবারের পূর্বপুরুষ রঘুবীর ব্যানার্জী। তাই তাঁর নামে সংকল্প হয়। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ষষ্ঠীর দিন এলাকার ২০০জন দুস্থ মানুষকে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, পুজোর চারদিন পাড়া প্রতিবেশীর সকলের এই নিমন্ত্রণ থাকে। নবমীতে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ৫০০জন ছাড়িয়ে যায়। স্বপনবাবু জানালেন, সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার সঙ্গে এখানে উপস্থিত থাকেন তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়া। পুজো উপলক্ষ্যে কেবল ঢাক, ঢোল বাজানো হয়। অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের রীতি নেই। রামনাথ ব্যানার্জীদের পুজো প্রায় শতাধিক বছরের পুরানো। রামনাথবাবু জানালেন, তাঁর দাদু হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। আগে দুস্থ মানুষদের দানধ্যান করা হত। কিন্তু আর্থিক কারণে এখন তা হয়ে ওঠে না। তবে পুরানো দিনের মতো এখনও নবমীর দিন পাড়ার লোকেদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। রামনাথবাবু জানালেন, তাঁদের প্রায় ৫০টি পরিবারের সমস্ত সদস্যই পুজোর সময় বাড়িতে হাজির হন। ফলে পরিবেশ একেবারে মুখর হয়ে ওঠে। এই পুজোয় সিংহবাহিনী দুর্গার দুদিকে থাকে দুটি পরী। তবে অন্য পুজোতে যেখানে সস্তানেরা অনুপস্থিত থাকেন এখানে কেবল কার্তিক, গণেশ উপস্থিত থাকেন। এছাড়া এই পাড়াতেই অনুষ্ঠিত হয় দেবাশিস ব্যানার্জীদের পুজো। এই পুজো এবার ১২২ বছরে পা রেখেছে। দেবাশিসবাবু জানালেন, মা দুর্গার দুদিকে থাকে দুটি পরী। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো চলে। ১০-১২ পরিবারের প্রায় ৬০জন সদস্য এই পুজোয় গ্রামের বাড়িতে আসেন। একসঙ্গে সকলে আনন্দে মেতে ওঠেন। এলাকার সূত্রে জানা গেছে, আগে এই চারটি পরিবারের পুজোর শোভাযাত্রা কৃষ্ণনগর বাজার পরিক্রমা করত। কিন্তু একবার গণ্ডগোল হওয়ায় তার পর থেকে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে পুজোর দিনগুলিতে উদ্যোক্তা পরিবারগুলির পাশাপাশি পাড়ার অন্যান্য পরিবারেও আত্মীয় স্বজনেরা ভিড় করেন। সকলে মিলে এক সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন।

চন্দননগরে ধৃত ৩ দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগরঃ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল হুগলির চন্দননগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল বাপন মণ্ডল ওরফে রাজা, সেখ নাসিরুদ্দিন ও প্রণবেশ দে। বাপনের বাড়ি চন্দননগর লিচুপট্টিতে, নাসিরুদ্দিনের বাড়ি নৈহাটী এবং প্রণবেশের বাড়ি চন্দননগরের সাবিনাড়ায়। নাসিরুদ্দিন আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের কাজ করত। প্রণবেশ ও বাপন তার কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের লুজ মেটিরিয়াল নিয়ে তা ফিটিং করত। কারণ এই দুজনের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির করার মাল পাওয়া গেছে। শুক্রবার ধৃতদের চন্দননগর আদালতে তোলা হয়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
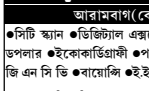
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।